যেমন পদ্মপুরাণে উক্ত আছে—হরিরেব সদারাধ্য সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয় কদাচনঃ। সর্ব্বদেবগণের ঈশ্বর ব্রহ্মাশিবেরও আরাধ্য শ্রীহরিকেই সর্ব্বদা আরাধনা করিবে, কিন্তু কখনও ব্রহ্মারুদ্র প্রভৃতি দেবতান্তরকে অবজ্ঞা করিবে না। গৌতমীয় তন্ত্রেও উক্ত আছে যে—গোপালং পূজয়েদ্ যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতান্। অস্তু তাবৎ পরোধর্ম্ম পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি॥ অর্থাৎ যেজন গোপালদেবকে পূজা করে কিন্তু অন্যদেবতাকে অবজ্ঞা করে, তাহার পরধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক্, পূর্ব্বধর্ম্মও নষ্ট হয়। অতএব, শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।৮।১৭ শ্লোকে নারায়ণবর্ম্মে উক্ত আছে যে—ভগবান্ হয়গ্রীব পথমধ্যে দেবতান্তরের অবহেলা হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এইরূপ দেবতান্তরের নিন্দাজনিত প্রায়শ্চিত্ত উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মে এই ইতিহাসটি আছে, যথা—পূর্ব্বে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ বহুদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবদারাধনরূপ তপস্যা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীভগবান্ ইন্দ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐরাবতরূপী গরুড়ে আরোহণ করতঃ অম্বরীষ মহারাজের নিকটে আসিয়া "আমার নিকটে বরগ্রহণ কর"—এইরূপ অনুজ্ঞা করেন। অম্বরীষ মহারাজও ইন্দ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার প্রভৃতির দ্বারা যথেষ্ট আদর করিয়াও সেই ইন্দ্রমূর্ত্তির নিকট হইতে বর চাহিলেন না, এবং বলিয়াছিলেন—যিনি আমার আরাধ্য, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমাকে বর দিবেন। অন্য কেহ আমার বরদাতা হইতে পারেন না অর্থাৎ আমি আর কাহারও নিকট বর গ্রহণ করিব না। অম্বরীষ মহারাজের এই বাক্য শ্রবণে ইন্দ্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—তোমার আরাধ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যে বর দিতেন, আমিই তোমাকে সেই বর দিব। পুনর্ব্বার এইরূপ বলা সত্ত্বেও মহারাজ অম্বরীষ বরগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, ইন্দ্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ কোপের অভিনয় করিয়া তাঁহার মস্তকে বজ্রনিক্ষেপের জন্য সমুদ্যত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেও যখন মহারাজ বর অঙ্গীকার করিলেন না, তখন ইন্দ্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ তৎকৃপেক্ষণ নামক ভক্তির গাঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া তৎপ্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন এবং স্বীকৃত ইন্দ্ররূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন ও যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন। যদ্যপি দেবতান্তরের নিন্দামাত্রই দোষজনক, তন্মধ্যেও শ্রীশিবের অবজ্ঞা প্রভৃতি করা অত্যন্তই দোষাবহ। যেমন চতুর্থস্কন্ধে ২।৪ শ্লোকে শিবপ্রিয় নন্দীশ্বরের শিবাবমানকারীর প্রতি অভিশাপ—যে যে এই শিবনিন্দাকারী দক্ষপ্রজাপতির অনুগত হইবে, তাহারা সকলেই জন্ম-মরণাদি দুঃখসঙ্কুল সংসারদশা প্রাপ্ত হউক্। এই অভিসম্পাতটিও অতি